প্রথম আলো

তারিখ 13 NOV 2012
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৩

সম্পাদকীয়

প্রথম আলো

মঙ্গলবার, ১৩ নভেম্বর ২০১২

editorial@prothom-alo.info

বিদ্যালয়ে ভর্তি নীতিমালা

সাংসদদের জন্য আলাদা কোটা কেন?

সাংসদদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ড নিয়ে যখন বিভিন্ন মহলে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে, তখনই তাঁদের আবদার অনুযায়ী বেসরকারি বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তিতে কোটা রাখার খবরটি পত্রিকায় এল। সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) প্রকাশিত জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী, শতকরা ৯৭ জন সাংসদই নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে যুক্ত। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে তিন ধরনের কোটা আছে, যার মধ্যে প্রতিবন্ধী, মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানসন্ততি এবং ঢাকা মহানগর এলাকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সন্তানসন্ততি রয়েছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নীতিমালাসংক্রান্ত কমিটি ইতিমধ্যে সাত ধরনের কোটা চালুর সুপারিশ চূড়ান্ত করেছে, যার মধ্যে সাংসদদের জন্য কমবেশি দুই শতাংশ, প্রবাসীদের সন্তান, শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য এক শতাংশ করে কোটা রাখার কথা বলা হয়েছে।

যেকোনো ব্যবস্থায় কোটা প্রথা চালুর অর্থ হলো, মেধাবীদের বঞ্চিত করে অমেধাবীদের সুযোগ সৃষ্টি করা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ কার্যকর হলে শতকরা ১৩ থেকে ১৪ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতা ছাড়াই ভর্তির সুযোগ পাবে। পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তিতে সাংসদদের জন্য দুই শতাংশ কোটা রাখার দাবি জানায়, যার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উল্লিখিত সুপারিশ করে। আমরা মনে করি, এই সুপারিশ একান্তই অন্যায্য ও অযৌক্তিক। সংসদে যাওয়ার ব্যাপারে একশ্রেণীর সাংসদের অনীহা থাকলেও নির্বাহী বিভাগের কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহের কমতি নেই। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি থেকে শুরু করে ভিজিএফ কার্ড বিতরণ—সর্বক্ষেত্রে তাঁদের দৌরাত্ম্য চলছে। এখন বিদ্যালয়ে কে ভর্তি হবে না হবে, সে বিষয়েও তাঁরা নাক গলাতে চাইছেন। শিক্ষাবিদদের মতে, সাংসদদের জন্য এই কোটা চালু করলে শিক্ষার মানেরই অবনতি ঘটবে না, দুর্নীতি ও অনিয়ম জেঁকে বসবে। সাংসদেরা নিশ্চয়ই তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করাবেন না, সম্ভবত সেই বয়সও নেই। তাঁরা সেই শিক্ষার্থীদেরই ভর্তির সুপারিশ করবেন, যারা নিজেদের মেধা ও যোগ্যতায় ভর্তি হতে অপারগ। এতে প্রকৃত মেধাবীরা ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। তা ছাড়া নির্বাচনের বছরে এ ধরনের কোটা চালু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। দলীয় রাজনীতি ইতিমধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে জেঁকে বসেছে। এখন কোটার নামে ভর্তি-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবসম্মত হয়, এমন নীতিমালাই গ্রহণ করা হবে। সাংসদদের নামে কোটা চালু করাটা গ্রহণযোগ্য সমাধান হতে পারে না। এই অবস্থায় কোটা না বাড়িয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে আগের নীতিমালাই বহাল রাখা হোক। আশা করি, শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারও চাপের কাছে নতিস্বীকার করবেন না।

বদলে যাও বদলে দাও